তারিখ ...28 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...4......

দৈনিক
ইত্তেফাক

# দুই ছাত্র জেএমবির সুইসাইড স্কোয়াডে

## বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

■ ওয়াদুদ আলী, রংপুর প্রতিনিধি

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ ছাত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। ওই ২ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী আহসান উল্লাহ আনছারী রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিয়ো হোশি ও মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। অপরজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ-আল-মামুন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে রংপুরের পুলিশ সুপার আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ ছাত্র জেএমবির সক্রিয় সদস্য। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কেউ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## দুই ছাত্র জেএমবির

২০ পৃষ্ঠার পর

সম্পৃক্ত হয়ে নাশকতা কিংবা কোনো অপরাধমূলক পরিকল্পনা করছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার ফোরকারহাট গ্রামের আব্দুল হাসিব আনছারীর পুত্র আহসান উল্লাহ আনছারী গত বছরের ১৬ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ রয়েছে বলে প্রক্টর অফিসের সেকশন অফিসার শহীদ আল আমিন জানিয়েছেন। অপরদিকে রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার জহরত আলী মোল্লার পুত্র আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রায় সাড়ে ৩ মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সর্দার পাড়া মোসলেম উদ্দিন ছাত্রাবাসে থাকত। চলতি বছরের ১০ এপ্রিল রাতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে জঙ্গি সন্দেহে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শাহিন ইসলাম দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো হয়েছে। কাউনিয়া থানার ওসি ও জাপানি নাগরিক কুনিয়ো হোশি হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আব্দুল কাদের জিলানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আহসান উল্লাহ আনছারীর নামে দুই মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করার জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

**ক্যাম্পাসে আতঙ্ক:** এদিকে ২ শিক্ষার্থী জেএমবির সুইসাইড স্কোয়াডে যাওয়ার খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে এম নুর-উন-নবী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একাধিক ছাত্র জেএমবি কিংবা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। এ কারণে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরির জন্য প্রতিটি বিভাগে চিঠি দিয়েছি। এজন্য ৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। তালিকা তৈরি হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সরবরাহ করা হবে।